যুগান্তর

তারিখ ... 12 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তি

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিকল্পনাটি আশাব্যঞ্জক। যুগান্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, উল্লিখিত পাঠ্যসূচিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বাধ্যতামূলক করিবার সক্রিয় চিন্তাভাবনা চলিতেছে। আইসিটি বা ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি নামের এই নূতন বিভাগ ২০০৫ সাল নাগাদ চালু হইবার কথা। এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া ২৫৬টি স্কুল ও কলেজে পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনাকে আমরা স্বাগত জানাই।

গতিময় বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির অপরিহার্যতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। যুগের দাবি মিটাইতে চাহিলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনিতে হইবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী। নূতন শতাব্দীতে আইটি-প্রযুক্তি আসিয়াছে বিশ্বব্যাপী জয় পতাকা উড়াইয়া। এই অভিযাত্রায় যাহারা পিছাইয়া পড়িবে, সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের সোনার হরিণ থাকিয়া যাইবে তাহাদের নাগালের বাহিরে। শিক্ষাকে যদি জ্ঞানের বাহন বলিয়া বিবেচনা করা হয়; বর্তমান যুগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে তাহা হইতে তফাতে রাখা চলে না। বস্তুত তথ্যপ্রযুক্তিই এই শতকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। বিশেষজ্ঞ কথিত 'পরিব-হিতৈষী-প্রযুক্তি' হিসাবে আইসিটি-প্রযুক্তি এই উন্নয়নশীল দেশে সবিশেষ কার্যকর ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। বাংলাদেশের পক্ষে তাহার সস্তা শ্রম ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে শ্রমঘন শিল্পপণ্য, তৈরি পোশাক, ডাটা এন্ট্রি ও কম্পিউটার সফটওয়্যার রফতানি করাও সম্ভবপর। সম্ভাবনার এই প্রেক্ষাপটের দিকটি স্মরণে রাখিয়াই পাঠ্যসূচিতে আইসিটি শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করিতে হইবে।

স্বস্তির বিষয় ইহাই যে আগামী ১ জুলাই হইতেই পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় বাস্তবায়নের কাজ শুরু হইতে যাইতেছে। দেশের ৬৪টি জেলায় একটি করিয়া সরকারি স্কুল-কলেজে এবং পরবর্তী সময়ে কানাডার অর্থায়নে একটি করিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের সিদ্ধান্তও অত্যন্ত সময়োপযোগী। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নে যাহাতে অহেতুক বিলম্ব না ঘটে, সংশ্লিষ্ট সকলকে সেই বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে উহার সামগ্রিক মান তথা পরীক্ষার ফল, সুনাম ও ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ। এই ব্যাপারে কোন নীতিমালা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। তবে বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও প্রাধান্য দেওয়া হইতে পারে বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি জানাইয়াছে। আইসিটি কোর্সকে প্রতিটি শাখার জন্য ঐচ্ছিকের পরিবর্তে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিবার যে চিন্তাভাবনা চলিতেছে, তাহা বিদ্যমান শিক্ষা কোর্সের কারিকুলামের উন্নয়ন সাধনে সহায়ক হইবে।

শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নে সরকার ইতিমধ্যেই কতিপয় প্রশংসনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের মতো পাঠ্যসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত হইলে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে লাভবান হইবে।